দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

093

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস

বাংলাদেশ, তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নামে কোণঠাসা ও চিহ্নিত করে না রাখা হলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিনে এক মহা অগ্রগতি সাধিত হতে পারতো—কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব বিষয়ই অন্তর্নিহিত রয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। ইসলামী শরীয়ত ও আকায়েদের বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়াও পার্থিব সকল বিষয়ই মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ও সংমিশ্রণের আশংকায় একে একক রূপে রাখা হয়েছিল দীর্ঘ ছ'শ' বছর ধরে। আরবী ইলম্-চর্চা স্বভাবতঃই গভীরতা সৃষ্টির দাবীদার। হালকা লেখাপড়ায় আরবী ইলমের মগজ উদ্ধার করা সম্ভব নয় হেতু, এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক বিষয়াদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পবিত্র কালামুল্লাহ, হাদিস, ফিকাহ-এজমা কিয়াম, অসুলে হাদিস প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে না পারলে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোন সার্থকতা অর্জনই সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনের তাগিদেই এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীরতা সৃষ্টির অনুকূল করে রাখা হয়েছে।

যাতে করে ইলমের ধারক-বাহকগণ অতি সহজে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন। আলেম সমাজ বহুদিন পূর্ব হতেই দেশের শাসন কার্য ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। তাই, ছোট খাট রদ বদল ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাগতিক স্বার্থে তেমন একটা কাছে টানা হয়নি। জাতীয় প্রয়োজনে ইতিপূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজী ভাষা, অংক শাস্ত্র, ভূগোল, বিজ্ঞান, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছিল। অতঃপর সংযোজিত বিষয়গুলির আরও উৎকর্ষ সাধন করা হয়। এবং আর এক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তন এবং সংযোজিত বিষয়গুলির মানোন্নত করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীর একটা সার্বিক সংশোধনের প্রচেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীকে কেন্দ্র করে একটা মারাত্মক ভুল বুঝা-বুঝি ও বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ নামে নামে রীতিমত বাক বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নীত ও স্থায়িত্বকামী লোকেরা দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে উভয় দলকে একত্রে বসে ঐকমত্যে পৌঁছা উচিত। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার লাভের তুলনায় এর গুণগত তেমন উন্নতি সাধিত হয়নি। মানগত উন্নতি সাধিত না হলে ইলমের গভীরতা হ্রাস পেতে বাধ্য। আর এমনটি হলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে অধীত ও অনুশীলিত হলে ইলমের গভীরতা অর্জিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষার প্রতিযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। কেবল গণা গাঁথা কিছু সংখ্যক আলেম সৃষ্টির পরিবর্তে বিপুল ছাত্র-ছাত্রীকে এদিকে আকর্ষণ করতে হবে। আর একাজটি তখনই সম্ভব হবে, যখন সুচিন্তিত ভারসাম্যপূর্ণ ও জাতীয় ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম রচিত হবে। সার্বজনীন আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃমূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে সংরক্ষণশীল আর জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সম্বলিত একটি গতিশীল পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। অন্যথায় গতানুগতিকতা ও স্থবিরতার অজুহাত পূর্ববৎই থেকে যেতে পারে।

—মহম্মদ রোস্তম আলী
অধ্যক্ষ, শেরপুর কলেজ
বগুড়া